দক্ষ কৃষি বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের
ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

এবং

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, প্লট নং- ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

এর মধ্যে

সমঝোতা স্মারক

২১ নভেম্বর ২০২১

খচ ৪০৯৪৯৫২

সমঝোতা স্মারক

সমঝোতা স্মারকটি ২১ নভেম্বর ২০২১ খৃষ্টাব্দ তারিখে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হল।

১) ভূমিকা:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর মধ্যকার প্রথম সমঝোতা স্মারকটি বিগত ৩০/১২/২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায়, বিগত ০৩/০৩/২০২১ তারিখ উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভায় সমঝোতা স্মারকটি নবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকটি "ডিএএম ও পিকেএসএফ সমঝোতা" বলে আখ্যায়িত করা হবে। সমঝোতাটি সাধারণ প্রকৃতির "বৃহৎ সমঝোতা" হিসেবে বিবেচিত হবে যার আওতায় ভবিষ্যতে প্রয়োজন মোতাবেক পারস্পরিক আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা হবে।

২) সমঝোতা স্মারকের পক্ষ সমূহ:

(ক) সমঝোতা স্মারকের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) যার পূর্ণ ঠিকানা খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। এ সমঝোতা স্মারকে ডিএএম হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, যা প্রথম পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) যার পূর্ণ ঠিকানা পিকেএসএফ ভবন, প্লট নং-ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। এ সমঝোতা স্মারকে পিকেএসএফ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, যা দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩) প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচিতি:

(ক) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম):

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যা ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশের সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের বাজার তথ্য, গবেষণা, মার্কেট রেগুলেশন ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্বারা বিপণন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা ও ভোক্তাসেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উদ্দেশ্য হল কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে উন্নত বাজার সেবা প্রদান এবং ভোক্তাদের নিকট সঠিকমূল্যে পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর দেশের সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী ও খুচরা বাজারদর তথ্য জাতীয়, মাসিক, পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সরবরাহ করে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বাংলাদেশ কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও সেবা সংক্রান্ত যে কোন তথ্য সরবরাহ এবং উক্ত আইনের আওতায় জনগণের প্রাপ্য সুবিধা ও সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে কোন সমস্যা, অভিযোগ ও প্রতিবন্ধকতার সমাধান করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

(খ) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ):

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কোম্পানি আইন ১৯১৩ (কোম্পানি আইন ১৯৯৪ প্রতিস্থাপিত) এর আওতায় একটি ''অলাভজনক'' সংস্থা হিসেবে ১৯৯০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ দেশের একমাত্র শীর্ষ (Apex) অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের, বিশেষ করে পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সরবরাহ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

খচ ৪০৯৪৯৫৩

প্রদান করা। এক্ষেত্রে কৃষকের বিভিন্ন কৃষি কার্যক্রমের আর্থিক চাহিদা ও আয়প্রবাহের সাথে সঙ্গতি রেখে ২০০৫ থেকে পিকেএসএফ বিশেষায়িত কৃষিঋণ কার্যক্রম শুরু করে। ঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে ঋণ কার্যক্রমকে আরও বেশী ফলপ্রসূ ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব বলেই ঋণ কার্যক্রম বহুমুখীকরণের নতুন পন্থা অনুসন্ধানে পিকেএসএফ তার উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন: কৃষি উন্নয়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ সম্প্রতি কৃষি উন্নয়নে সামগ্রিক কার্যক্রমের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিক সংখ্যক সদস্যকে প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ এবং যথাযথ সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের দোড়গোড়ায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও তথ্যসেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিকেএসএফ 'সমন্বিত কৃষি ইউনিট' শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র ইউনিট স্থাপন করেছে। ইউনিটটির আওতায় আধুনিক, লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি, কারিগরি সহায়তা ও তথ্যসেবা প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ, বিপণন ও তথ্যসেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ, সমন্বয় ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে তাদের প্রদেয় সেবাসমূহ সম্প্রসারণে পিকেএসএফ বদ্ধপরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

৪) সমঝোতা স্মারকের যৌক্তিকতা এবং উদ্দেশ্য:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকে সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের বাজার তথ্য ও বিপণন সেবা কৃষক জনগোষ্ঠী, ব্যবসায়ী, সরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী ও অন্যান্য ষ্টেকহোল্ডারদের (সুবিধাভোগী) মাঝে বিতরণ করছে। পক্ষান্তরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন একটি ''লাভের জন্য নয়'' প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য ঋণ ও কারিগরি সেবা সরবরাহ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের আর্থিক ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে উভয় প্রতিষ্ঠান পারস্পারিক সহযোগিতা ও কৃষি পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়:

১. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) কর্তৃক সরবরাহকৃত সেবা বিশেষ করে কৃষিপণ্যের বাজার সংক্রান্ত তথ্য, গবেষণা, মার্কেট রেগুলেশন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীর নিকট সরবরাহ করে তাঁদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি পিকেএসএফ এর মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২. লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীর নিকট কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) কে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।

৫) স্মারকের পক্ষদ্বয়ের কর্মপরিধি ও দায়িত্বের শর্তাবলী:

সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পক্ষদ্বয়ের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বাবলী প্রণয়ন করা হলো।

(ক) ডিএএম/প্রথম পক্ষের দায়িত্বসমূহ:

১. পিকেএসএফ এর লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীকে দেশের বিভিন্ন জেলায় কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে কৃষিপণ্যের বাজারদর এবং বিভিন্ন পণ্যের মজুদ সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদান করা।

২. কৃষিপণ্যের বাজারদর পর্যবেক্ষণ ও বাজারদর পরিবর্তনের কারণ সনাক্ত করা এবং এ অবস্থা নিরসনে সহযোগী সংস্থা ও উপকারভোগীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

খচ ৪০৯৪৯৫৪

৩. কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, গুণমাণ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে পিকেএসএফ, নির্বাচিত সহযোগী সংস্থা ও লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা।

৪. ব্যবসায়ী ও পরিবহন প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে পচনশীল কৃষিপণ্য প্রাচুর্যের স্থান থেকে দেশের অন্যান্য স্থানে (ঘাটতি এলাকায়) সরবরাহে সহযোগী সংস্থা ও উপকারভোগীকে সহায়তা করা।

৫. কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ পদ্ধতি সংক্রান্ত বই, প্রতিবেদন, বুলেটিন, বুকলেট, লিফলেট, অডিওভিজ্যুয়াল সামগ্রী, ইত্যাদি সরকারী নিয়মানুযায়ী প্রাপ্তিতে পিকেএসএফ এর মাধ্যমে সহযোগী সংস্থা ও লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা।

৬. নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার কর্মএলাকায় প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সহযোগে পাইকারী ও খুচরা বাজার অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নত বাজার ব্যবস্থার প্রচলনে সহায়তা করা।

৭. সহযোগী সংস্থার কর্মএলাকায় উন্নত পদ্ধতিতে পশু চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা।

৮. হিমাগারে আলু সংরক্ষণ ও খালাসের তথ্য এবং কৃষি উপকরণ হিসেবে রাসায়নিক সারের জেলা পর্যায়ের চলতি বাজার দরের তথ্য সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

৯. বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত কৃষকের বাজারে সহযোগী সংস্থার লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীকে কৃষি পণ্য বিক্রয়ের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান।

১০. সহযোগী সংস্থার লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীকে কৃষি পণ্য অনলাইন প্লাটফর্মে বিক্রয়ের লক্ষ্য রেজিস্ট্রেশনসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান।

১১. কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১২. পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীর উৎপাদিত কৃষিপণ্যের স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে অভিগম্যতা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

(খ) পিকেএসএফ/দ্বিতীয় পক্ষের দায়িত্বসমূহ:

১. কৃষিপণ্যের পাইকারী, খুচরা ও কৃষক প্রাপ্ত বাজারদর তথ্যসেবা উপকারভোগী পর্যায়ে সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।

২. প্রথম পক্ষের বাস্তবায়িত ''ফার্মার মার্কেটিং গ্রুপ''-এর সদস্যদেরকে দ্বিতীয় পক্ষের সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে যাচাই করে সম্ভাব্যক্ষেত্রে নির্বাচিত সদস্যদেরকে সমিতিভূক্ত করে উপযুক্ত অর্থায়ন করা।

৩. সহযোগী সংস্থার সমিতিভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীর জমি ও বসতবাড়িতে উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত প্রদর্শনী বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

৪. দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ এলাকায় অঞ্চলভিত্তিতে কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত তথ্য সম্প্রসারনে সহায়তা করা।

(গ) প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষের যৌথ দায়িত্বসমূহ:

১. উভয় পক্ষ যৌথভাবে এলাকাভিত্তিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের পর্যাপ্ততা, গুণমান, বাজারদর, বিভিন্ন পর্যায়ে বাজারদর পরিবর্তনের কারণ, বিপণন সমস্যাসমূহ, গৃহীত ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা এবং গবেষণাস্বত্ত্ব সংরক্ষণ করে সকল ষ্টেকহোল্ডারের (সুবিধাভোগী) নিকট প্রকাশ ও প্রচার করা।

২. উভয় পক্ষ যৌথভাবে প্রথম পক্ষের বাস্তবায়িত শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমসমূহ মূল্যায়ন করে সফল কৌশলগুলো দ্বিতীয় পক্ষের সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পুনঃ বাস্তবায়নে ও প্রতিরূপায়ণে সহায়তা প্রদান করা।

৩. উভয় পক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচী বাস্তবায়ন, কর্মসূচির অভিঘাত মূল্যায়ন, মতবিনিময়/সমন্বয় সভা আয়োজন করা এবং প্রয়োজনে নতুন নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা।

৪. উপর্যুক্ত দায়িত্বাবলী ছাড়াও উভয় পক্ষ পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

৬) সমঝোতা স্মারক এর স্থায়িত্বকাল:

এই সমঝোতা স্মারক, উভয় পক্ষের স্বাক্ষরের তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং তা প্রাথমিকভাবে স্বাক্ষরের তারিখ হতে পাঁচ (৫) বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। যে কোন পক্ষ তিন মাসের লিখিত অগ্রীম নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে এই সমঝোতা স্মারক বাতিল করতে পারবে। তবে কোন পক্ষ সমঝোতা স্মারকটি লিখিতভাবে বাতিলের প্রস্তাব না করলে মেয়াদের পরেও তা কার্যকর রয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

৭) সমঝোতা স্মারকের পরিবর্তন (Modification):

সমঝোতা স্মারকের শর্তাবলী প্রয়োজনে উভয় পক্ষের লিখিত সম্মতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা যাবে।

উভয় পক্ষ ঐকমত্য হয়ে সজ্ঞানে সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অদ্য ২১ নভেম্বর ২০২১ খৃষ্টাব্দ তারিখ এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হল।

প্রথম পক্ষ:	**দ্বিতীয় পক্ষ:**
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫ এর পক্ষে	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আগারগাঁও, ঢাকা- ১২০৭ এর পক্ষে
(মোহাম্মদ ইউসুফ) মহাপরিচালক	(গোলাম তৌহিদ) সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সাক্ষী	**সাক্ষী**
১।	১। ২১.১১.২০২১ ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
২।	২। ড. এম. এ. হায়দার ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)